যায়যায়দিন

তারিখ 8 JUL 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ভিসি-প্রো-ভিসির পতন দাবিতে বুয়েট শিক্ষকদের কর্মবিরতি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ভিসি ও প্রো-ভিসির বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচরিতা ও অনিয়মের অভিযোগে বাংলাদেশ প্রকৌশল কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) কের অচলাবস্থা শুরু হয়েছে। শনিবার পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় বিষয়াদি থেকে দুই ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেন শিক্ষক সমিতি। দাবি আদায় না হলে ১৪ জুলাই থেকে লাগাতার কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে সংগঠনটি।

৭ এপ্রিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএম নজরুল ইসলাম ও প্রো-ভিসি এম হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ১৬টি অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে ৪ মে পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন শিক্ষকরা। কিন্তু ৪ মে শিক্ষক সমিতির ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গণভবনে যান। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের দাবি বিবেচনা করবেন এমন আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক সমিতি ৫ মে থেকে তাদের আন্দোলন এক মাসের জন্য স্থগিত করেন। কিন্তু দেড় মাসেও শিক্ষক সমিতির দাবি পূরণ না হওয়ায় তৃতীয়বারের মতো এ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তারা। এর আগে ১২ জুন পর্যন্ত তারা মানববন্ধন ও মৌন মিছিল কর্মসূচি পালন করেন। শিক্ষক সমিতির অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের পরও বুয়েটকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তারা বুয়েটের ভিসি ও প্রো-ভিসিকে অব্যাহতির মাধ্যমে বুয়েটকে রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কর্মবিরতিতে শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক মাকসুদ হেলালী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক গোলাম জাকারিয়া, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আতাউর রহমানসহ শতাধিক শিক্ষক অংশ নেন। পরে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইএমই ভবন থেকে একটি মৌন মিছিল নিয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ করেন। এর আগে সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষকরা ভিসি ও প্রো-ভিসি প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনের অংশ হিসেবে তাদের উপস্থিতিতে নবীন বরণ, বিদায় সংবর্ধনা, খেলা, উদ্বোধন, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স, বিভাগীয় সংসদে যোগ না দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

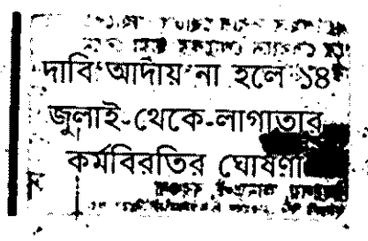

এদিকে শিক্ষক সমিতির এ ধরনের সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক দাবি করে এ আন্দোলন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা-ক্লাস বাদ দিয়ে কোনো আন্দোলন চলতে পারে না। শিক্ষক সমিতি তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার না করলে শিগগিরই তাদের দীর্ঘ সেশনজটে পড়তে হবে বলে তারা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে বুয়েট প্রতিষ্ঠার পর এটি ছিল শিক্ষকদের দ্বিতীয় লাগাতার ধর্মঘট। প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরে বিভিন্ন সময়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। কিন্তু কখনোই শিক্ষার্থীদের সঙ্কটের মুখে ফেলে কর্মসূচি পালন করেননি এখানকার শিক্ষকরা। শিক্ষক সমিতির বর্তমান নেতৃত্বে অনেক বিষয়েও বারবার ধর্মঘটে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের।